জালাল কবিরের স্বাধীনতা ও ছেড়া মানচিত্র

স্বাধীনতা তুমি এলে

ক্ষুধা তৃষ্ণায় বার বার জর্জরিত হয়ে
বাঙলা তুমি ক্লান্ত হরিণীর মতো
ঝিমুচ্ছ যখন আলোছায়া বনে।
নেকড়ে আর চিতা,
শেয়াল শকুন হায়েনারা
ভেবেছে দিনটি যাবেনা বৃথা।
তোমাকে বাঁচাবো বলে
অনেক ঘুরেছি ঝোপে ঝাড়ে ;
খালে বিলে অগ্রাণের ধানে।
সবুজ পাটড়োতে, পুলের নিচে,
ঝড় বৃষ্টি রোদমাখা গানে।
শহরের গলি পথে, দেয়াল টপকে,
গাড়ির চাকার পাশে,
রমণীর বোরখার আঁধারে।
টিলার আড়ালে, চাষার গোয়ালে,
নদী নৌকা বেয়ে শ্রমিকের কুঁড়ে ঘরে।
সবশেষে স্বাধীনতা তুমি এলে
নিষ্পাপ শিশুকে দলিত করে ;
মায়ের বুকফাটা ক্রন্দনে, জবাফুলের মতো
টকটকে রক্তের বাহারে।

নালবহর : ১৯-১২-১৯৭১ (১লা মুক্তিসন)

ছেড়া মানচিত্র

এখানে এই পদ্মা আর ব্রহ্মপুত্রের চঞ্চল স্রোতে
কলধ্বনি শুনি। দু'কূলে মিতালী পেতে বয়ে চলে
আত্রাই যমুনা হুগলী ভাগীরথি।
বর্ষায় স্পন্দিত নির্ঝরিণী, অলস দুপুর ;
বাতাসে কাঁপন জাগায় বাঁশি ও বর্ষার নূপুর।
মৃত দেশপ্রেমিক, সচেতন বাঙালির মনে,
সত্যের প্রদীপ জ্বেলে ঘুমায়েছে পলিমাটি তলে।
ঘর ভেঙ্গে বাঙালিরা কেমন আছো ?
বিরহে, বিচ্ছেদে, অভাব অনটনে
ভিখারীর বিবর্ণতায় সমস্ত আকাশ।
ষড়ঋতুর দাপটে খোঁচিয়ে ওঠে স্মৃতিময় বুক।
কৃষিকাজ, কল-মজুরি, কিছুতেই মেটেনা অভাব।
দেখো দক্ষিণ বনে নোনতা জলের কেমন আগ্রাসন!

প্রকাশকালঃ ০২বৈশাখ ১৪১৭বাঙলা। ১৫এপ্রিল ২০১০

www.marupalash.net   e-mail: marupalash@gmail.com

সবুজ পাতার অকালমৃত্যু, হরিণ আর রুপালী ইলিশ
নীরবে মিছিল করে জলে ও স্থলে
ফারাক্কার পাষাণ দেয়াল ভেঙে দিতে।
কৃষ্টি আর সভ্যতার হাল ধরে
বৃহৎ পরিসরে সকলেই বাঁচতে চায়।
কিন্তু সিভিল সাম্রাজ্যবাদীর হাত রম্নখবে কে ?
জনতার মৌন মিছিল ফেনিল সমুদ্র।
ভুপেন হাজারি আর নজরম্নলের গানে গানে
সবাই এসেছে ম্রিয়মান জগৎ ছেড়ে ;
কাঞ্চনঝঙ্ঘা কেঁপে কেঁপে নদীর কাছে
সেই সত্য বলে গেছে সুললিত তানে।

আমি এক চাতক পাখি

রোমান্টিক মন আর রোমান্টিক মানুষ
হঠাৎ করে বদলে যায়না ; সে শুধু নিজেকে লুকায়।
আত্ম-প্রবঞ্চনার আগুনে পুড়ে গেলেও
ভদ্রভাবে বলে “বেশ ভালোই আছি”।
নারীর কাছে পুরম্নষ কী’ইবা চাইতে পারে ?
ঐ চিরাচরিত ভালোবাসা,
স্নেহ-মমতা, ঐ পুরাতন আবদার।
আর যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন
বন্ধ হবেনা এই আকুতির হাহাকার।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভীষণ হাঁপিয়ে উঠি ;
মনটা চলতে ইচ্ছে করেনা বিদ্রোহ করে,
যাতনার আঘাতে নুয়ে পড়ে।
আহাঃ যদি জানতে“যাতনা কাহারে বলে”?
আলো আর আঁধারের নব অভিসারে
আমিও বাঁচিতে চাই মুক্ত পরিমলে।
স্বপ্নের নীল ছায়া পড়ে থাক
ঝরা শিশিরের মতো হৃদয়ের ঘাসে ;
কারা যেন হাসে।
দুর নীলিমায় মেঘপুঞ্জে মোর দু’টি আঁখি ;
আমি এক চাতক পাখি।

টরন্টো: ৪-৭-২০০৪

তোমার অনামিকায় একটি চুম্বন

সত্য তো এটাই
মানুষ যা কামনা করে তা প্রায়ই তার ভাগ্যে জোটে না।
যা জোটে তা যেন ভিড়ের চাল ;
কাঁড়া আর আঁকাড়া, তাই নিয়ে বাঁচতে হয়।
তবু মাঝে মাঝে সাধ জাগে তোমাকে কাছে পাবার।
বিদ্যুতের ঝলসানো আলো থাকা সত্বেও
মাঝে মাঝে রাতের আঁধারে
মোমবাতি জ্বালাই, তোমাকে কাছে পাবো বলে।
ধুমায়িত চায়ের কাপ হিম হয়ে যায়
আমি টের পাইনি। চেষ্টা করি তোমার জন্য
একটি কবিতা লিখবো, লেখা হয়নি।
তোমার সিক্ত ঠোঁট প্রেরণায় কলমের কালি ;
তোমার উদ্বেগ চাহনি আশার পুলকে
সাজানো ফুলের ডালি।
তোমার বাম হাত
আমার ডান হাতের কোমল আঙিনায়
লুকোচুরি খেলে শ্রান্তির কামনায়।
বলো লজ্জার কি আছে ?
তুমিও যেমন, আমিও তেমন ;
তোমার অনামিকায় থাকলো একটি চুম্বন।

আকাশ

আশ্বিনের তারা ভরা রাতে নিঝুম আঁধারে ;
শুয়েছিলাম গ্রামঘেরা ছোট এক মাঠে।
শরতের স্বর্গঝরা বায়ু , ঘুরে ফিরে মোর চারিধারে।
চোখে মোর অনন্ত আকাশ
ঝোপা ঝোপা তারকার হাটে ;
আনমনে ছুটেছিনু নাবিকের মতো
রত্নপালি তারার ছায়াপথে।
হে আকাশ !
কত কোটি কোটি কাল হতে
চাঁদোয়ার মত ইন্দ্রজাল হয়ে ;
ঘুমিয়েছ যেন শান্ত সমাহিত নক্ষত্রের ভিড়ে।
অসীম শূন্যতা দিয়ে রাত জাগা প্রহরীর মতো
যতন করিছ বুঝি এই পৃথিবীরে ?
সুন্দর তুমি, তোমার হৃদয়ের জলকণা,
প্রশ্বাসের গ্যাসবিষ দ্রুত অবিরত;
প্রখর কোমল রশ্মি-রাশি, অবিরাম হাসি হাসি
লুটিছে তরঙ্গ হয়ে তড়িতের মতো।
অগণিত গ্রহ তারা, রবি শশী নিহারীকা

শৃঙ্খল বন্ধনে যা রেখেছো ধরে ;
আপন সন্তানের মতো
চিরকাল চিরসাথী স্নেহের ডোরে।
লোনা, এ্যাপোলো, চ্যালেঞ্জার
গতি যার সবচেয়ে দ্রুত ;
ঘুরে ফিরে এসে যায় ভীরম্ন হরিণীর মতো।
মিটিল না মানবের অতৃপ্ত আশা ;
শুন্যের অস্তিত্ব থেকে শুন্যতায় রয়ে গেল ঢাকা।
তোমার শুন্যতা হতে পেয়েছি কত উপাদান ;
পেয়েছি জীবনের বহু প্রেম আশা নিরাশার।
দুরে আছ বলে বুঝিনাতো কেউ, তোমার এ অনন্ত দান ;
কতনা রহস্যের বিপুল ভা-ার।
এই তারাভরা রাতে, অগণিত নড়্গত্রের ছায়াপথে
চিরদিন ঘুরিতেছি অক্লান্ত মনে ;
শত সহস্র বর্ষ ব্যাপি বিপুল আগ্রহের রথে।
এই নিঝুম নিশিথে হৃদয়ের তৃষ্ণা লয়ে ;
অসীম আকাঙ্খা হতে ঘুরে ফিরে দ্রম্নত।
তোমারে বেসেছি ভালো হে আকাশ ;
স্নেহধন্যা জননীর মতো।

বনের হিজল

ওগো বনের হিজল,
শ্যামলা মেয়ে গো তুমি ;
তোমার পত্রপলস্নব চঞ্চলার স্রোতে
যখন ঝরে যায় নিস্তব্ধ রোদের কোলে।
মনে হয় বাতাসের নরম চিরম্ননি
কে যেন চালালো তোমার সবুজ এলো চুলে।
বনের হিজল ভালোবাসি তোমায়
যখন তোমার শ্যামল গায়ে ;
কাঠঠোকরা পাখিটি থেকে থেকে
নরীবতা ভেঙ্গে, শব্দের সুর তুলে।
অথবা ভোরের ঘু-ঘু তার লাল ঠ্যাং নিয়ে
বসে বসে গান গায় শীর্ণ বাঁকা ডালে।
কতদিন ভেবেছি আমি
থোকা থোকা লাল ফুলে পুজিবো তাঁরে ;
যে তোমায় রুপ দিয়ে পাঠায়েছে
পাখি ডাকা বাংলার ঘরে।

প্রকাশকালঃ ০২বৈশাখ ১৪১৭বাঙলা। ১৫এপ্রিল ২০১০

www.marupalash.net   e-mail: marupalash@gmail.com

অভিযাত্রী

আমি এক অভিযাত্রী কালের চাকায়
সহস্র প্রশ্নের ব্যাধি নিত্য দুরাশায় ;
আমারে করেছে দগ্ধ অতি সন্তর্পণে।
কোথায় চলেছি আমি কোন মর্ত্যপানে ?
বিভীষিকা চোখে খুঁজি শান্তির উদ্যান
অজস্র জীবন গল্প রাজ্যের সমান।
বর্তমান ভবিষ্যৎ অতীতের স্তুপ,
তাই লয়ে ভাবিতেছি নিরব নিশ্চুপ।
ঘর-দোর, জমি-জমা কাগজের নোট ;
শিশু প্রেম, রাজনীতি ছলনার ভোট।
বিক্ষিপ্ত পলস্নব সম, ঝরে যেতে দেখি ;
দায়বদ্ধ এজীবন কেউ নয় সুখী।
দুরাশার ভগ্ন স্রোতে সব ভেসে যায় ;
কালের তা-ব নৃত্য অসীমে হারায়।
বিশ্বাসের বীজে সবে ঢেলেছে হৃদয়,
গড়েছে মনের স্বর্গ অমোঘ নিশ্চয়।
সেই স্বর্গে পড়ে যদি ডাকাতের হাত
বিষাক্ত সাপের ফণা বিপদ সঞ্জাত।
যুগে যুগে থামেনিতো সভ্যতার স্রোত ;
কল্পনার সত্য জ্ঞানে এলো দেবদুত।
জীবন আলোকে তার পেয়েছি সন্ধান,
ভিখারীর চোখে তাই রত্নের সমান।
দিতে চাই সে খবর বিশ্ব চরাচরে ;
তারপর চলে যাব আঁধারের পারে।
নেই কোনো দায়ভার নেই কোনো গস্নানি
কোথায় স্বর্গের আলো সেটা আমি জানি।

টরন্টো: ২-৪-২০০৭

ঈদের খুশি

চাঁদের আবর্তন গতি, হাঁটে মৃদু হেসে ;
সুর্যের প্রখর প্রতাপ তারে নিয়ে যায় দুরে।
ঋতুচক্রের ডিম্বাকার পথে ঈদ আসে ঘুরে ;
প্রকৃতির কোলে যেন হাসি খুশী শিশুর বেশে।
সবচেয়ে সুন্দর যে শাড়ী,
সবচেয়ে সুন্দর যে সেলওয়ার কামিজ
সবচেয়ে সুন্দর যে গহনা
সকলেই যেন আজ খুশীতে উন্মনা।
সবচেয়ে সুন্দর যে পাঞ্জাবী, পায়জামা,
সবচেয়ে সুন্দর যে লুঙ্গি ও জায়নামাজ,

সবচেয়ে মিষ্টি গন্ধের যে আতর,
ঈদের খুশীতে সকলেই আজ ভাস্বর।
সবাই বেরিয়ে আসে তালাবদ্ধ বাক্স থেকে
আলমিরা থেকে, ব্যাঙ্কের নিরাপদ কুটুরী থেকে।
তারপর বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে
আতরেরঘ্রাণ, কুলাকোলির ভালোবাসা,
নানাবিধ মিষ্টি আর সুস্বাদু মশলস্নায়
ভুনা মাংশের আহবান।
হাসিমুখে উচ্চারিত হয়
হে আমার শ্রদ্ধেয় মাতাপিতা,
হে আমার প্রিয়তম বন্ধু,
হে আমার আদরের ভাই বোন,
হে আমার ঔরসজাত সন্তান।
আজ সবার উপরে আপতিত হোক
শান্তি ! শান্তি! শান্তি!